আছে। এই রুচিরই অপর নাম লোভ। এই রুচি উৎপত্তির মূলকারণ রুচিমান্ সাধুর সঙ্গ। অর্থাৎ যাহার সেই লোভী সাধুর সঙ্গ আছে, তাহারই শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া দাস্যাদি একতরভাবে ভজন করিতে রুচির উদয় হইয়া থাকে। যেহেতু ১১।১৯ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয়কে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনোবৃত্তির সর্ব্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণে একান্তনিষ্ঠাপ্রাপ্তির নামই শম অথবা শান্তি। "শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধেঃ"—এই প্রকার উক্তিতে বেশ বুঝা যায় যে, সাক্ষাৎ ভক্তিরই অনুষ্ঠান গুণ এবং অননুষ্ঠানে দোষ প্রতিপালন করিয়া ঐ ১৯শ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি সময়ে "গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জ্জিনঃ।" এই শ্লোকে গুণদোষ বলিতে যাঁহারা শ্রীভগবদ্ভজনের মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তাহাদিগের বিধি ও নিষেধ-উদ্ভব গুণ দোষ হইতে পারে না। যেহেতু "ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।" অর্থাৎ আমাতে যাহারা একান্ত ভক্তিমান্, তাহাদের গুণদোষ হইতে অর্থাৎ বিধি নিষেধ হইতে উদ্ভুত গুণ দোষ নহে, তাহাদিগের গুণ স্বরূপস্বধর্ম্মনিষ্ঠ। এ স্থানের অভিপ্রায় এই যে—যাহারা ভজনমাধুর্য্য অনুভব করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের প্রতি বিধি-নিষেধের কোনও আবশ্যকতা থাকে না। যেহেতু তাঁহারা রুচিপ্রেরিত হইয়াই সমস্ত ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ১১।২০।৩৬ শ্লোকে অর্থাৎ "ন ময্যেকান্তভক্তানাং" ইত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামীপাদ যে টীকাটি করিয়াছেন, তাহাতেও উল্লেখ করিয়াছেন যে—"গুণদোষ বলিতে বিহিত ও নিষিদ্ধ আচরণ হইতে যাহাদের পাপ উদ্গম্ হয় না। যেহেতু তাহারা আমাতে একান্তভক্ত অর্থাৎ প্রীতিযুক্ত।" ১৭৬॥৭৭॥

এই অকিঞ্চন-সংজ্ঞা ভক্তিই স্বভাবতঃ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। স্বাভাবিক ভক্তিই জীবের একান্ত আশ্রয়ণীয়া। কারণ জীব শ্রীভগবানেরই নিত্যসেবক এবং শ্রীভগবানই জীবের নিত্যসেব্য। অতএব নিত্য সেবক জীবের নিত্যসেব্য শ্রীভগবানে ভক্তিটি স্বাভাবিকী। শ্রুতিও বলেন—"স কারণং করণাধিপাধিপঃ" অর্থাৎ সেই শ্রীভগবান্ সর্ব্বকারণ এবং নিখিল করণ ইন্দ্রিয়াদির অধিপতি; জীবেরও তিনিই অধীশ্বর অর্থাৎ পরমারাধ্য। জীব শ্রীভগবানের অংশ হইলেও তাহাকে যে বিভিন্নাংশ বলিয়া বহিরঙ্গত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাতেও সূর্য্যমণ্ডলের বাহিরে অবস্থিত সূর্য্যরশ্মির পরমাণুর মত জীব সর্ব্বদাই ভগবদাশ্রিত। রশ্মি-পরমাণুবৃন্দ যেমন সূর্য্যাশ্রয়ভিন্ন স্বতন্ত্র সত্তায় থাকিতে পারে না,